মুক্তকথা

সিকিম রাজ্যের অস্তমিত স্বাধীনতা এবং বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ সিভ্রম

অধ্যাপক ওমর ফারুক

৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিপু মণির বক্তব্যটি যেন ভারতীয় মন্ত্রী সভার কোন সদস্যের বক্তব্য বলেই মনে হবে। এই ছোট্ট মণিটি (দিপু মণি) বলেছেন, 'বন্যার ক্ষতি কমাতেই টিপাইমুখ বাঁধ দিচ্ছে ভারত। দিপু মণি আরও বলেন, ভারতের নাগাল্যান্ড ও মণিপুর রাজ্যের সীমান্তের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে উৎপন্ন বরাক নদের বিভিন্ন উপনদীর প্রবাহের কারণে বন্যা হয়। আর এতে আসামে প্রায়ই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ এলাকার বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্যই ভারত টিপাইমুখের উজানে বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। এ কথাগুলো শুনে পাঠকরা হয়ত ভাববেন এটি বোধ হয় ভারত সরকারের কোন মন্ত্রীরই। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এটি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন শিশুমন্ত্রীর (দিপু মণিকে অনেকে শিশুমন্ত্রী ভাবতে অভ্যস্ত)। সুরঞ্জিত বাবু বলছেন, লং মার্চ কিংবা শর্টমার্চ করে নাকি টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ থেকে ভারতকে নিবৃত কর যাবে না। (বাংলা নিউজ, ২২ জানুয়ারি ২০১২)

আমাদের অনেক মন্ত্রীই ভারতের এক্সটেনশন মন্ত্রীসভার সদস্য বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতা গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। গত ২৬ জানুয়ারি জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক মানব বন্ধন কর্মসূচিতে গয়েশ্বর এ কথা বলেন।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ২২ জানুযারি বলেছেন, ' বাংলাদেশ -ভারত সীমান্তের ঘটনা নিয়ে সরকার চিন্তিত নয়। এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলেও সরকার মনে করে না।' আপনারা পাঠকরা অবাক হবেন না এ সব কথাই বলছেন বাংলাদেশের মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা। আশরাফুল ইসলাম স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং তিনি ভারতের নয়, বাংলাদেশেরই মন্ত্রী পরিষদের সদস্য।

অথচ ২০১১ সালেই শুধু ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ৩১ জন বাংলাদেশিকে হত্যা করেছে। ফলে এটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সহিংস সীমান্ত হিসেবে চিহ্নিত হবার দুর্নাম কুড়িয়ে নিতে পেরেছে। (অধিকার নামক মানবাধিকার সংগঠনের রিপোর্ট) ফেলানীর লাশ সীমান্তের কাঁটাতারে ঝুলে থাকা কিংবা ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী (বিএসএফ) কর্তৃক প্রতিনিয়ত বাংলাদেশিদের হত্যা ও নির্যাতন বাংলাদেশের বিবেকবান মানুষই শুধু নয়, বিশ্বের তাবত বিবেকবান মানুষকে অবাক করলেও সৈয়দ আশরাফের মনে কোন রেখাপাতই করে না। শুধু সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম নয়, সরকারের মন্ত্রী হিসেবে সরকারের মুখপাত্র যদি তাকে বলি তিনি বর্তমান মহাজোট সরকারের ভারতের পদলেহনের যে নীতি জনগণের সামনে তুলে ধরলেন। তা এখন শুধু বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক ও জনগণকেই শুধু হতবাক করছে না। বিশ্বের তাবত মানুষকে অবাক কওে দিচ্ছে। এজন্যই বিদেশী পত্রিকাগুলোতেও বর্তমান সরকারের দেশবিরোধী কর্মকাণ্ড ও পলিসি নিয়ে বিদেশী লেখক ও কলামস্টিরাও লিখছেন। এখন সচেতন মানুষের মাঝে শুধু প্রশ্ন - এ সরকারের এত ভারতীয় তোষণ নীতির কারণ কী?

তাদের দলীয় প্রধান এমন সব বক্তব্যই ভাল পছন্দ করেন। তিনি নিজে বক্তব্য দিতে উঠে প্রথমেই পূর্ববর্তী সরকারের নিন্দা ও পরচর্চা দিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। ২০ জানুয়ারি ২০১২ শেখ হাসিনা বক্তব্যের শুরুর দিকেই বলেছেন, 'খালেদা জিয়ার কথা ঠিক থাকে না।' আওয়ামী লীগের আগের আমলে শেখ হাসিনা একটি লাশের বদলে দশটি লাশ ফেলে দিতে তার দলীয় কর্মী ও ক্যাডারদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁরই নির্দেশে ১/১১ এর আগে ২৮ অক্টোবরের মত ঘটনা পৈশাচিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। বর্তমান মন্ত্রী সভায় যারা আছেন এর অধিকাংশই বিদেশী নাগরিক। স্বাভাবিক কারণে তারা দেশ নিয়ে অত চিন্তিত নয়। দেশ গোল্লায় যাক, তারা পাশ্ববর্তী একটি দেশের কল্যাণে এসব পদবী লাভ করেছে। তাই তাদের মূল টার্গেট থাকে সে দেশের স্বার্থকে সমুন্নত রাখা। বাংলাদেশের মানুষের কোন স্বার্থ নিয়ে তারা চিন্তিত নয়। একজন জাতীয় নেতার ছেলে যিনি এখন বাংলাদেশ সরকারের একজন মন্ত্রী। তিনি পৈত্রিক সূত্রে রাজনীতি করেন। বছরে ৯ মাস লন্ডনে ভিনদেশী স্ত্রীর সাথে সময় কাটান। অবশ্য মহিলাটি শিখের মেয়ে। গওহর রিজভী কিংবা মশিউর রহমান তাদের কারোরই বাংলাদেশের প্রতি দরদ থাকার কথা নয়। কেননা বাংলাদেশে তাদের কোন পিছু টান নেই। গওহর রিজভী বিদেশে কোন মিটিং এ গেলে তার বডিগার্ড হিসেবে থাকে একটি কুকুর।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেই দোষারোপ ও প্রতিহিংসার রাজনীতি শুরু করেছে। ফলে জাতির মধ্যে আস্থাহীনতা দেখা দিয়েছে।

গত তিন বছরে মহাজোট সরকার দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি বিরোধীদলও জনগণের ন্যায্য দাবী ও অধিকার আদায়ে কোন যথার্থ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই আমার কাছে মনে হয়েছে। গেল তিন বছরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, পানি, বিদ্যুত ও গ্যাসের অভাব, জ্বালানীর মূল্য বৃদ্ধি, শেয়ার বাজারের ধ্বস, বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল, সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পদ্মা সেতুর দুর্নীতি, রাজনৈতিক কারণে ঢাকা মহানগরীকে দু'ভাগে ভাগ করা, ৬১ টি জেলায় ৭৫ সালের স্টাইলে দলীয় প্রশাসক নিয়োগ, তিস্তা চুক্তি বাতিল, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণে প্রতিবাদের পরিবর্তে উল্টো সরকারের পক্ষ থেকে সমর্থন জানানো, ভারতকে করিডার প্রদান, ভারতীয় ছবি আমদানী, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী কর্তৃক ফেলানীর হত্যা ও তার লাশ কাটাতারে ঝুলিয়ে রাখাসহ সীমান্তে অব্যাহতভাবে বাংলাদেশিদের হত্যা করা, সুপরিকল্পিতভাবে বিডিআর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে দেয়া, জিয়া বিমানবন্দরের নাম পরিবর্তন, খালেদা জিয়াকে ক্যান্টনমেন্ট এর বাড়ি থেকে উচ্ছেদ, ড. ইউনুসকে অপদস্থ করে অপসারণ, দৈনিক আমার দেশ ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহামানের ওপর অমানবিক নির্যাতন ও জেল জুলুম, নরসিংদীর জনপ্রিয় মেয়র হত্যাকাণ্ড, পরিকল্পিতভাবে নিরিহ রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ নাগরিকদের গুম, হত্যা ও ক্রসফায়ারের মত মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ড, সর্বশেষ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দেশ প্রেমিক অফিসার ও সাধারণ সিপাহীদের চাকরি থেকে বিতাড়ন এবং এমনকি হত্যা ও গুমসহ এ সরকারের ইত্যাদি গণবিরোধী ও মানবতা বিরোধী অপরাধের পরও বিরোধী দল এখনও শুধু সরকার পতনের গীত গেয়ে চলছে।

আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে ছিল তারা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড করবে না। অথচ আওয়ামী লীগের এ আমলেই বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতা অনেক ক্ষেত্রে ৭২ থেকে ৭৫ সালের সেই বাকশালী শাসনব্যবস্থার সময়ের চেয়েও বেশি সংঘটিত হয়েছে। এখন ক্রসফায়ারের চেয়েও আরও বেশি ভয়ংকর বিষয় গুম ও গুপ্ত হত্যা চলছে। অথচ প্রধানমন্ত্রী ও তার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মিথ্যাচার করছে যে, দেশে নাকি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সর্বকালের চেয়ে বেশি ভাল।

শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় দীর্ঘদিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। যুক্তরাষ্ট্রে আইন লঙ্ঘন ও অনৈতিক কাজে বেশ কয়েকবার তিনি গ্রেফতার এবং বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত হন। তারেক অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে বর্তমানে যুক্তরাজ্যে চিকিৎসাধীন আছে। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এখনও প্রমাণিত হয় নি। সরকার তাঁর বিরুদ্ধে কথিত দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য শেষাবধি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার (এফবিআই) লোক ভাড়া করেও এনেছে। দেশের সাধারণ মানুষের দেয়া করের অর্থ দিয়ে এফবিআই এর এ কর্মীকে ভাড়া করে এনে ভীষণ এক বেপরোয়া মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছে। সে কর্মী বাংলাদেশের আদালতে তারেকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। অন্যদিকে ভারতীয় স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ হওয়ার পর হাসিনাপুত্র জয় দেশি সম্পদ নিয়ে বিদেশে দ্বিতীয় স্ত্রী নিয়ে বেপরোয়া জীবন যাপন করে দেশের জন্য বদনাম কামাচ্ছে।

১৪ জুন ১৯৯৮ টেক্সসে টারন্ট কাউন্টিতে জয় গ্রেফতার হন। তার বিরুদ্ধে অবৈধ অস্ত্র রাখা, মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত জয়কে ১২০ দিনের কারাবাস, ২ বছরের প্রবেশন এবং ৫০০ ডলার জরিমানা করে। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ ভার্জিনিয়ার হ্যানোভার কাউন্টিতে গ্রেফতার হন, বিচারে অভিযুক্ত প্রমাণিত হলে তাকে শাস্তি ও জরিমানা করা হয়। ১৯ মার্চ ২০০০ ভার্জিনিয়া ফেয়ারপ্যাক্স কাউন্টিতে জয় গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের পর অভিযোগ প্রমাণ হলে তাকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেয়া হয়। ২৯ এপ্রিল ২০০১ ভার্জিনিয়ার রাপাহ্যানোক কাউন্টিতে এবং মে ২০০৪ আরলিংটন কাউন্টিতে আইন ভঙের অপরাধে তাকে অভিযুক্ত করা হয় ও শাস্তি প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের ৩০০ মিলিয়ন ডলার বা ২ হাজার ১শ কোটি টাকার উৎস আন্তর্জাতিকভাবে ইন্টারপোলের মাধ্যমে তদন্তের জন্য দুর্নীতি কমিশনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১০ ভলন্টিয়ার্স অব আমেরিকান নামক বাংলাদেশি আমেরিকানদের একটি সংগঠন দুনীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান বরাবর এ আবেদন জানিয়েছে। সংগঠনের সভাপতি আবুল হাশেম বুলবুল ও সেক্রেটারি কাজী সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব জয় ও তার বোন সায়মা ওয়াজেদ (পুতুল), তার স্বামী খন্দকার এম হোসেন বিভিন্ন নামে বেনামে ব্যবসা করে আসছে।' তারা একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বিপুল সম্পত্তির মালিক। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর তার মা যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জয় তখন বিভিন্ন নামে ও বেনামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। তারা ব্যবসার মধ্যে টেক্সসভিত্তিক এলএলসি মে ১৯৯৮ থেকে আগস্ট ২০০১) এর সঙ্গে সমুদ্রতল দিয়ে ক্যাবল প্রজেক্টে নোভা বিডি ইন্টারন্যাশনাল এর মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাহবুবুর রহমানের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে টাইকো কমিউনিকেশন ইউএসএর সাঙ্গে যুক্ত হন। ২০০৫ সালের মার্চে সজীব ওয়াজেদ জয় 'জয় ওয়াজেদ কনসাল্টিং' ও সিম ও গ্লোবাল সার্ভিস' নামে আরও দুটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। জয় যুক্তরাষ্ট্রে কোন চাকরি করেন না। তারপরও জয় ২০০৬ সালের ১২ মে তার নিজের নামে এ ঠিকানায় ৩৮১৭ বেলম্যানয়, ফলস চার্চ ভার্জিনিয়ায় ১০ লাখ ডলার দামের ১টি বাড়ি কিনেন। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রে জয় ও তার স্ত্রী সহ যৌথ মালিকানাধীন আরেকটি বাড়ি ৭ লাখ ৪৯ হাজার ডলার দিয়ে কিনেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে পুতুল ও তার স্বামীর ৩টি বাড়ি রয়েছে। সজীব জয় এবং তার বেনা সায়মা ওয়াজেদ (পুতুল) ও তার স্বামী খন্দকার এম হোসেনের যুক্তরাষ্ট্রে উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণ সম্পদ রয়েছে যা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ নামমাত্র দেখিয়ে পুতুল ও তার স্বামী মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার মালিক হয়েছেন এবং ফ্লোরিডাতে বিলাসবহুল ৩টি বাড়ি রয়েছে এ ঠিকানায় ৪৫৬ নর্থ বে পয়েন্ট ওয়ে, জ্যাকশন ভিল, ফ্লোরিডা। আর একটি বাড়ি ৮৪৫ ইয়র্কওয়ে, মেইটল্যান্ড, ফ্লোরিডা। আরেকটি বাড়ি হল -বাড়ি ২০৬৫ ডব্লিও ১১৯ এভিনিউ, মিরামার, ফ্লোরিডা। জয়, তার বোন সায়মা ও সায়মার স্বামীর সম্পদের দিকে তাকালে আলাদীনের চেরাগ লাভের মতই মনে হবে।

শেখ হাসিনা, তার মন্ত্রী পরিষদ, সভাসদ, বোন রেহানা, পুত্র জয় এবং পরিবারের আরও সকলেই নিশ্চিত হয়েই আছেন। তারা ক্ষমতায় দীর্ঘদিন থাকবেন। না থাকতে পারলে সিকিমের মত করে ভারতের হাতে তুলে দিয়ে যাবেন দেশটাকে। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের মোটিভ সম্পর্কে সতর্কতার জন্য আমি পাঠকদের কাছে ভাগ্যাহত সিকিম নামক একটি স্বাধীন রাজ্যের বিশ্ব মানচিত্র থেকে চির অবসানের ইতিহাস আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

১৯৭৫ সালের ৬ এপ্রিল সারা পৃথিবীর মানুষ কর্মব্যস্ত। বাংলাদেশে তখন একদলীয় শাসন ব্যবস্থা। আমি তখন দশম শ্রেণীর একজন ছাত্র। রেডিও ও পত্রপত্রিকায় সিকিম নামক রাজ্যের স্বাধীনতা হারানোর মর্মন্তুদ কাহিনী জানতে পারি। তখন সিকিমের রাজা ছিলেন রাজা পালডেন থনডুপ নামগয়াল। সেদিন সকাল বেলা তিনি সবেমাত্র সকালের নাস্তা সারলেন। এরিমধ্যে তিনি রাজপ্রাসাদে গোলাগুলির আওয়াজ শুনলেন। দৌড়ে গেলেন জানালার ধারে। দু চোখে রাজা যা দেখলেন তা তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ভারতীয় সৈন্যরা তার প্রাসাদ পাহারায় রক্ষীদেও আক্রমণ করছে। তারই চোখের সামনে মাত্র ত্রিশ মিনিটের নাটকীয় অপারেশনে তার এক ১৯ বছরের রক্ষীর জীবনের বিনিময়ে রাজা পালডেন সিংহাসন হারালেন। সেই সাথে অবসান হল সিকিমের ৪০০ বছরের রাজতন্ত্র এবং পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সিকিম নামক একটি স্বাধীন দেশের মানচিত্র। বর্তমানে সিকিম ভারতেরই একটি প্রদেশ হিসেবে পরিগণিত। জাতিসংঘ একটু আধটু হুঁ হাঁ করল। বিশ্বের কেউই এ বিষয়ে তেমন প্রতিবাদ করল না। ভারত উল্টো বিশ্বকে বুঝালো দেশটিতে রাজতন্ত্রের অবসান হয়েছে এবং গণতন্ত্র পেয়েছে। অবশ্য এরকম গণতন্ত্র পেয়েছে আর একটি দেশের অঙ্গ রাজ্য হিসেবে। শুধু তাই নয়, যুক্তি দেখানো হল দেশটির জনগণই স্বাধীনতা 'চায় নি। বরং দেশের জনগণ চেয়েছে ভারতের সাথে মিশে য়েত। আমাদের বাংলাদেশকেও তো ভারতীয় দালালেরা ভারতের সাথে লীন হয়ে য়েত বলে। বর্তমানে সিকিম নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে। ভারতীয় সাংবাদিক সুধীর শর্মা 'একটি জাতির হারিয়ে যাওয়ার বেদনা' শিরোনাম নিয়ে এক প্রতিবেদনে সিকিমে ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও হঠকারিতার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন এ ভাবে - 'এমনটি যে হবে তার চেষ্টা শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারত ছেড়ে আসার সময় থেকেই। এমনকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহেরলাল নেহরু এক কথোপকথনে সাংবাদিক ও কুটনীতিক কুলদীপ নায়ারকে সিকিম দখলের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ভারতের সিকিম দখলে আনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজী লেনডুপ দরজি নামে একজন মীরজাফরও মিলেছিল। ভারতের নেতৃবৃন্দ ক্লাইভের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছিলেন। তবে শ্লোগান ছিল- সিকিমে গণতন্ত্রায়ন, সংখ্যালঘুর ক্ষমতায়ন এবং সর্বোপরি রাজতন্ত্রের অবসান। অবশ্য ফলাফল তো একই - শুধু প্রভূর পরিবর্তন। গণতন্ত্র ও ক্ষমতায়ন এসব কিছুই হল। রাজতন্ত্রের অবসানও হল। কিন্তু সিকিমের জনগণ সে পরিবর্তনের স্বাদ অনুভব করতে পারল না। গদিচ্যুত হওয়ার তিনদিন পর রাজা পালডেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধীকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সে চিঠিটি বর্তমানে ভারতের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।তিনি লিখলেন - "আমি বাকরুদ্ধ হয়েছি তখনি যখন ভারতীয় বাহিনী সিকিম আক্রমণ করল। প্রাসাদের ৩০০ জনের চেয়েও কম রক্ষীদের ওপর এ আক্রমণ চালানো হল। অথচ এ সকল প্রাসাদরক্ষীরা সকলেই ছিল ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা প্রশিক্ষিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত। তারা ভারতীয় অস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল এবং ভারতীয় অফিসারদের দ্বারাই পরিচালিত ছিল।সিকিমিরা ভারতীয়দের কমরেড ভাবে। এ আক্রমণ ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক দিন।" বর্তমানে বাংলাদেশে বিডিআর ধ্বংস করে ভারতের নির্দেশনা ও পরিকল্পনাতে বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশ সেভাবেই করা হচ্ছে।

১৯৫০ সালে ভারত ও সিকিম একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সে চুক্তির পর থেকে ভারতীয় ক্ষমতাশীনরা সিকিমকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার কাজ চালিয়ে য়েত থাকে। কেননা ভারত বরাবরই ভাবত তাদের নিরাপত্তার খাতিরেই সিকিম দখল করা প্রয়োজন।

কিন্তু রাজা পালডেন ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের এ উদ্দেশ্য কখনই বুঝতে পারেন নি। তিনি সবসময় জওয়াহেরলাল নেরহরু, করম চাঁদ গাঁন্ধীসহ ভারতীয় বড় বড় নেতাদের সিকিমের জন্য বড় শুভানুধ্যায়ী হিসেবেই ভাবতেন। রাজা পালডেনের সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন সোনম ইয়ংডা এক জায়গায় লিখেছেন - "রাজা তার ভয়ংকর স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে, ভারত কোন এক সময় তার ছোট্ট এ রাজ্যটি দখল করে নেবে। অথচ এমনটি যে হবে এবং এর জন্য একটি মাস্টার প্লান প্রস্তুত, সে কথা চীন ও নেপাল সিকিমের রাজাকে আগেই জানিয়েছিল।১৯৭৪ সালে নেপালের রাজার অভিষেকের সময় রাজা পালডেন কাঠমুন্ডুতে যান। সেখানে নেপাল, চীন ও পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ রাজা পালডেনকে তিনটি হিমালয়ান রাজাকে নিয়ে ভারতের মাস্টার প্লানের কথা বলেছিলেন।" সুধীর শর্মা লিখেছেন, চীনের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী রাজা পালডেনকে গ্যাংটকে না ফেরার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কেননা এ মাস্টার প্লানের প্রথম শিকার যে হবে সিকিম সেটি তারা নিশ্চিত। অন্য দুটির জন্য রয়েছে আরো জটিল পরিকল্পনা। পালডেন সে কথা বিশ্বাস করতে পারেন নি।

শর্মা লিখেছেন, রাজা পালডেন ভারতকে সবেচেয়ে বড় সুহৃদ মনে করতেন। কেননা তার সৈন্যবাহিনী, প্রাসাদ রক্ষী এবং তার শাসনযন্ত্র নির্মাণ ও পরিচালনা ভারতই করত। তিনি তাদের বললেন, আমার সেনাবাহিনী কেমন করে আমার বিরুদ্ধে লড়বে? তাছাড়া রাজা

বাকি অংশ ২৩ নং পৃঃ দেখুন